ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের এক সপ্তাহ না যেতেই সোনাক্ষীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন!

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: টুর্নামেন্ট সেরা বুমরাহ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৮২ ● কলকাতা ● ২০ আষাঢ়, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৫ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

৪ দিনের প্যারোলে মুক্ত হয়ে

২ লাখ ভোটে জয়ী খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল শপথ নেবে লোকসভায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : পঞ্জাবের খাদুর সাহিব লোকসভা আসন থেকে প্রায় ২ লাখ ভোটে জয়ী হয়েছে খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং। বর্তমানে অমৃতপাল জেলে আছে। 'ওয়ারিস দে পঞ্জাব' নামক সংগঠনের প্রধান অমৃতপাল জেল থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়েছেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে।অমৃতপাল অবশ্য এখনও সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে পারেনি। চারদিনের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে অমৃতপালকে। অমৃতপাল ভোটে জেতার পরে রাজ্য প্রশাসনের কাছে গত ১১ জুন একটি চিঠি লিখেছিল। পরে পঞ্জাব সরকারের তরফ থেকে স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লেখা হয় এই বিষয়ে। এই আবহে অমৃতপালকে শপথ নিতে দেওয়ার জন্যে চারদিনের প্যারোল মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অসমের ডিব্রুগড়ের সেন্ট্রাল জেলে।গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, অমৃতপাল নিজের সেনা গড়ে তুলেছিল। এই আবহে খালিস্তানি কয়েদিদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ভিন রাজ্যেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পঞ্জাব পুলিশ।এহেন অমৃতপাল এবার লোকসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

হাথরস নিয়ে কড়া পদক্ষেপ যোগী সরকারের

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : বুধবার উত্তর প্রদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় আড়াই লক্ষ ভক্ত। ধর্মীয় জমায়েতে পদদলিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২১ জনের।

সৎসঙ্গের ভোলেবাবা নারায়ন হরিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর। রাজ্যের ডিজিপিকে তার কড়া নির্দেশ অবিলম্বে ওই পলাতক সাধুকে খুঁজে বের করতে হবে। অনুমান মইন পুরীর কোন আশ্রমে লুকিয়ে রয়েছেন তিনি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন তিনি বলেন, দুর্ঘটনার কারণে প্রাথমিক ব্যবস্থা দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তিনজন মন্ত্রী সেখানে রয়েছেন এখনো।মুখ্য সচিব এবং পুলিশের ডিজিরা সেখানেই অতন্দ্র প্রহরীর মতন তদন্ত করছেন। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রশাসন এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত শেষ হলেই ধরপাকরের ব্যবস্থা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যোগী। সত্যিই যদি এটা ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তবে এর পিছনে যারা মূল চক্রি রয়েছেন তাদের কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনা নিয়ে যারা রাজনীতি করছেন তাদের এই ঘটনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা বলে দাগিয়ে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। হতাহতদের আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে এদিন তিনি বলেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সাহায্য ঘোষনা করেছে। নিরীহ মানুষদের বিশেষ করে নাবালক শিশু যারা স্কুল ছাত্র তাদের যাবতীয় শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হবে বাল সেবা যোজনার অধীনে। মৃতদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে চার লক্ষ এবং যারা সামান্য আহত হয়েছেন তাদের এক লক্ষ।মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট হাউসে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং জেলা হাসপাতালে দেখা করেন।

কোথাও জবরদখল থাকলে

পুলিশ গিয়ে তুলে দেবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সরকারি জমি থেকে জবরদখল উচ্ছেদের প্রসঙ্গে কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পষ্টাপষ্টিই বলেছিলেন, কাউকেই রেয়াত নয়। কোথাও জবরদখল থাকলে পুলিশ গিয়ে তুলে দেবে। দরকার হলে আমার বাড়ি থেকে তা শুরু হোক।হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাবুনের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ক্লাবঘর রয়েছে সেই ক্লাবটির নাম 'কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন'। তার পিছনে একেবারে গায়ে লাগোয়া একটা দোতলা বাড়ি রয়েছে। তবে সেটিতে বাবুন থাকেন না। তিনি থাকেন কাছেই অন্য একটি বাড়িতে।

ক্লাবের পিছনের বাড়িটা বেআইনিভাবে দখল করা জমিতে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই বাড়ি এখন পুলিশ ক্যাম্প হল। আগামী দিনে এই বাড়িটির ভবিষ্যৎ কী হয় এখন সেটাই দেখার।পুলিশ ও প্রশাসনকে বরাভয় দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সে কথা ছিল প্রতীকী।বেআইনি দখল উচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি যে কতটা কঠোর তা বোঝাতে এবার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ওই রাস্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ক্লাবঘর ও তার পিছনে সরু দোতলা বাড়ি রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে গিয়ে দেখা গেল, ওই বাড়ির সামনে পুলিশ চেয়ার পেতে বসে রয়েছে। ক্লাব ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে ঠিকই। কিন্তু পিছনের দোতলা বাড়িতে একটা কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা 'পুলিশ ক্যাম্প!'

ওই পুলিশ ক্যাম্পে বসে থাকা পুলিশ কর্মীদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাননি। শুধু বলেছেন, 'দেখতেই তো

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ □ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

জয়ের মাস পূর্তির দিনেও
দুই বিধায়কের শপথ জিয়ে রইলো

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে শুরু হবে এক দিনের বিশেষ অধিবেশন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে স্পিকার বলেছেন, 'শুক্রবারের অধিবেশন ভেরি ভেরি স্পেশাল।'

স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে, তা হলে কি শুক্রবার শপথগ্রহণ করবেন বরাহনগর এবং ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়াত হোসেন সরকার? এই প্রশ্নে স্পিকার সরাসরি কোনও জবাব দেননি। তিনি বলেছেন, 'শুক্রবার সবটা দেখা যাবে।' অধিবেশন শুরুর আগে বেলা ১২টা থেকে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক হবে।তবে বিধানসভা সূত্রে খবর, শুক্রবারই সায়ন্তিকাদের শপথ-জট কাটতে পারে। আইনি পরামর্শ নিয়ে বিধানসভা জেনেছে, রাজ্যপালের হাতে বিধায়কদের শপথগ্রহণের চাবিকাঠি থাকলেও 'বিশেষ অধিবেশন' ডেকে উপনির্বাচনে জয়ীদের শপথগ্রহণ করানো যায়। শুক্রবার শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালকে বাদ রেখে বিধায়ক হিসাবে সায়ন্তিকাদের শপথগ্রহণ হলে তা ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে 'নজিরবিহীন' ঘটনা হবে বলে দাবি অভিজ্ঞদের অনেকের।

দুই খুদে শিল্পীকে বিশেষ উপহার মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বক্তৃতা থামিয়ে নিয়েছিলেন হাতে আঁকা ছবি! এবার সেই দুই ক্ষুদে শিল্পীকে বিশেষ উপহার মোদির। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর মোদির সেই জনসভায় দুজনের হাতের কাজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন দুই বোন বাণী এবং উন্নতি শর্মা। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোক তাদের। ছবি আঁকা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে চায় এই দুই প্রতিভাবান শিল্পী। নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি পোট্রেট একে ফেলেছিলেন উন্নতি। আর সেই পোট্রেট তুলে দিয়েছিলেন মোদির হাতে। তিনটে মাস পর সেই পরিশ্রমের ফল পেলেন উন্নতি।অন্যদিকে তার এই শিল্পকর্মের প্রশংসা করে ধন্যবাদ সূচক উদ্ধৃতি পাঠিয়েছেন মোদি। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপ্লুত শর্মা পরিবার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় বোন বানী শর্মার সঙ্গে বৈঠকে গিয়েছিলেন উন্নতি। ইচ্ছা ছিল তার হাতের একটি আঁকা তুলে দেবেন দেশের প্রশাসনিক প্রধানের হাতে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি দুটোই পেন্সিল স্কেচে এঁকেছিলেন তারা। এরপরে হাত নাড়েন দূর থেকে। সেই ছবিতে চোখ আটকে যায় প্রধানমন্ত্রী তিনি বক্তব্য থামিয়ে দেন। মাঝপথে মঞ্চ থেকে তাদের দুজনকে আশ্বস্ত করেন অবশ্যই তাদের ছবি তুলবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিনিধিকে দুটি মেয়ের কাছে ছবি আনতে পাঠান। প্রতিনিধি তাদের কাছ থেকে ছবি তুলতে শুরু করলে দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করেন। তাদের এমন নিষ্ঠা দেখে নিজেও আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই তাদের বাড়ির ঠিকানা নেন নিজেই। সেই ঠিকানায় এলো চিঠি চিঠি পেয়ে খুবই খুশি দুই বোন। তাদের আঁকা দেখে অবাক হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে তাদের দুজনকেই শিল্পী হিসেবে দেখতে চান। এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর এই অনুপ্রেরণা তাদের ছবি আঁকার জগতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস ২ তরুণীর।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে
দেখা করলেন বিজেএমসি নেতারা

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বিজেএমসির একটি প্রতিনিধি দল সেলের জাতীয় উপদেষ্টা বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সাথে দেখা করেছেন। বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপরোক্ত তথ্য জানান। তিনি বলেন, সিএম মাঝির সাথে আমরা সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন সরকারী ক্ষেত্রে বিজেএমসির অধীনে শ্রমিক ইউনিয়নকে আরও সংগঠিত করেছি। এই সময় ওড়িশা বিজেএমসি সভাপতি মানস বেরা, বিজেএমসি রাজ্যের জিএস সৌম্য রঞ্জন মহাপাত্র, গোপাল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ বিধায়ক মুকুল রায়
পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কৃষ্ণনগরের প্রবীণ বিধায়ক মুকুল রায় ঘরের মেঝেতে পড়ে গিয়ে বড়সড়ো চোট পেলেন। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করানো হয় কল্যাণীর একটি হাসপাতালে। পরে পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়ায় সল্টলেক সংলগ্ন বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে প্রবীন এই বিধায়কের বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। মুকুল রায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার পরে মুকুল অনুগামীদের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ না করার কথা বলা হয়েছে। মুকুল রায়ের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই মেডিকেল বোর্ডে রয়েছেন নিউরোলজিস্ট, ইনটার ন্যাশনাল মেডিসিন, একজন কার্ডিওলজিস্ট, অর্থোপেডিক চিকিৎসক। এই মেডিকেল টিম বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদের চিকিৎসার দায়িত্বে আছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার কিছু রক্ত পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে এই মেডিকেল টিম। সূত্রের খবর গত এপ্রিল মাসে ব্যক্তিগত কাজে কলকাতা আসার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তাঁর গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তিকরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন তিনি। যদিও মাঝখানে মুকুল বাবু নিজেকে সুস্থ করে দাবি করে দিল্লি চলে যান। তখন অসুস্থতার সুযোগে বিজেপি মুকুল রায়কে দিল্লি নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। যদিও পরে তা অস্বীকার করা হয়।

ফালাকাটা মুজনাই নদী থেকে
উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ, ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : বেশ কিছু দিন হল মুজনাই নদীতে এক যুবক মাছ ধরতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে যায়।অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তার খোঁজ মেলেনি বলে জানা যায়।সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও বুধবার ওই মুজনাই নদীতেই,নদী পারাপার হতে গিয়ে যুবক নদীর জলে তলিয়ে যায়।প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গিয়ে ওই যুবকের সন্ধান মিলে কিন্তু ততক্ষণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।সময়টা ছিল বুধবার।

ভোর বেলায় তখনও ঘাটে নামেনি নৌকা।অগত্যা উপায় না পেয়ে থার্মোকলের ভ্যালায় চেপেই উত্তাল মুজনাই নদী পার হচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি।কিন্তু মাঝ নদীতে ভ্যালা থেকে পড়ে যান তিনি।প্রায় ৬ঘন্টা পর তিন কিলোমিটার দূরে অন্য এলাকা থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল।বুধবার সকালে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা পুরসভার ১৭নম্বর ওয়ার্ডের বড়ডোবায়। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার জানান,মৃত ব্যক্তির নাম আনন্দ ভট্টাচার্য(৪৫)পেশায় তিনি একজন সব্জি বিক্রেতা। তবে কি ঘটেছে বুধবার বড়ডোবাতে? স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে থেকে জানাগেছে, অন্যদিনের মতো এদিনও আনন্দ ভট্টাচার্য শাক-সব্জি নিয়ে ফালাকাটা হাটখোলা সুপার মার্কেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।ভোর তখন প্রায় সাড়ে ছয়টার মতো।ঘাটে অবশ্য তখনও নৌকা চলাচল শুরু হয়নি।তবে ঘাটে একটি থার্মোকলের ভ্যালা বাঁধা ছিল।কম জল থাকলে সাধারণ মানুষ ওই ভ্যালা দিয়েও নদী পাড়াপাড় হন।কিন্তু এখন উত্তাল নদী।জল ভরপুর থাকায় নৌকা ছাড়া যাতায়াত করেন না।এই অবস্থার মধ্যেও মৃত আনন্দ ভট্টাচার্য এদিন নাকি ওই ভ্যালা নিয়ে নিজেই নদী পাড়াপাড় হচ্ছিলেন।কিন্তু হঠাৎ মাঝ নদীতে এসে ভ্যালা থেকে পড়ে যান তিনি।তার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।এদিকে ঘটনার পরেই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় প্রশাসনের সাহায্যের জন্য সব জায়গায় যোগাযোগ করেন।খবর দেওয়া হয় সিভিল ডিফেন্সের টিমকে।আলিপুরদুয়ার থেকে প্রায় সাড়ে১০টা নাগাদ সিভিল ডিফেন্সের টিম এসে পৌঁছায়।তারা নদীতে স্পিড বোর্ড নামিয়ে তল্লাশি শুরু করে।প্রায়১ঘন্টার উপরে তারা মুজনাই নদীতে দেহ খোঁজার কাজ চালিয়ে যান।এদিন বেলা১২টার পর অবশ্য আনন্দ ভট্টাচার্যের নিথর দেহ বড়ডোবা অধিকারী কলোনীর থেকে প্রায় ৩কিলোমিটার দূরে গিয়ে পান। বোর্ডে করেই তারা ওই মৃতদেহ তুলে নিয়ে আসেন। এদিকে নদীতে পড়ে এভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বাসিন্দারা।মৃত আনন্দ ভট্টাচার্যের পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এলাকাবাসীরা জানান বড়ডোবা থেকে ফালাকাটা শহরে আসার যোগাযোগের জন্য,খুব শীঘ্রই ব্রিজ তৈরীর দাবি রাখেন তারা।

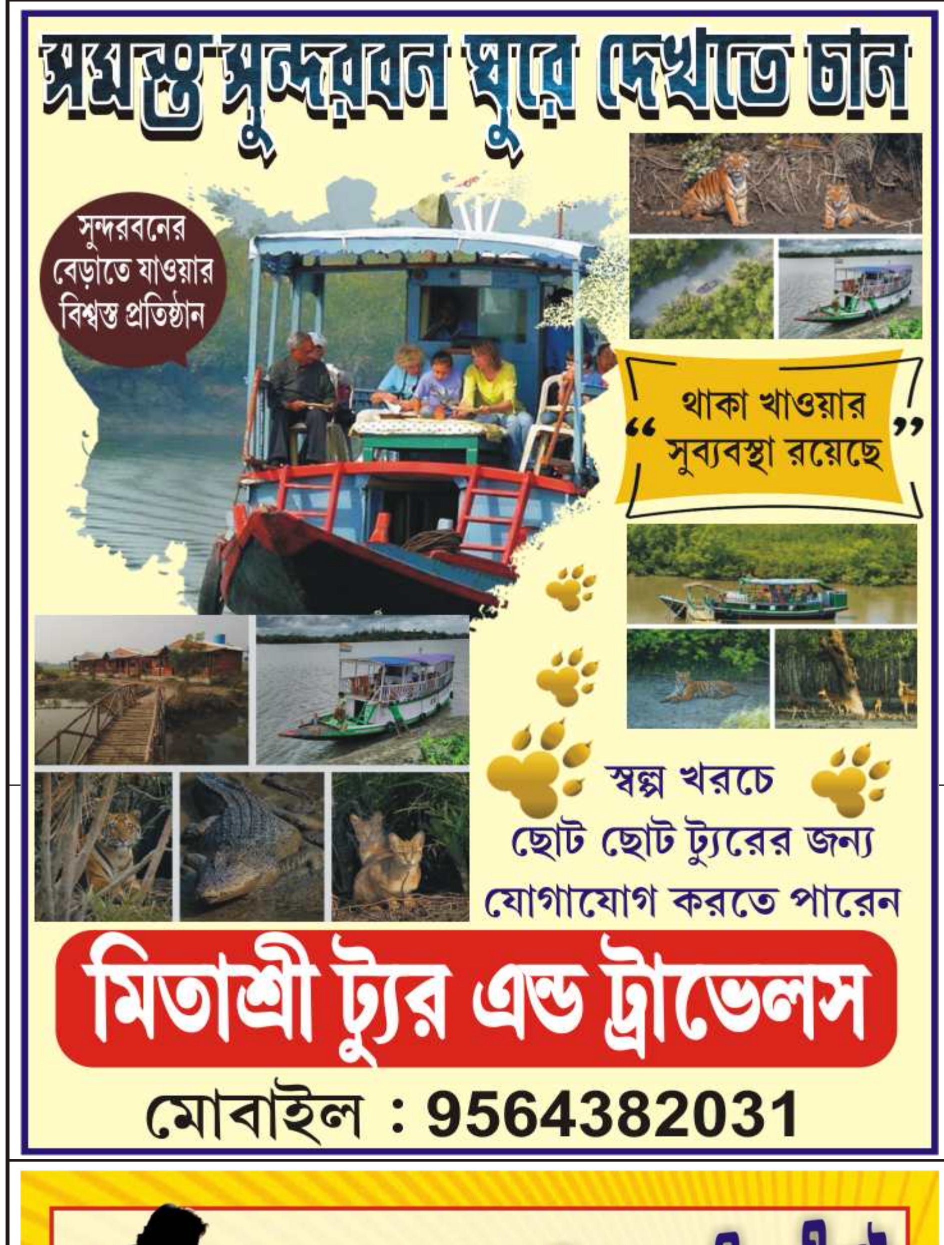

হাওড়া পুরসভায় বেশ কিছু পরিকল্পনা ডেঙ্গু প্রতিরোধে

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : হাওড়া পুরসভা ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে পুরসভা এলাকায় বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা করা হয়েছে শহরের ভ্যাট গুলি সাফাই করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতিরিক্ত গাড়ি আনা হবে। যে গাড়ি গুলি ভ্যাট থেকে বা শহরের রাস্তা থেকে জঞ্জাল তুলতে যাবে। মূল রোডের ভ্যাট গুলো পরিষ্কার করবে তারা। ক্লিনিংয়ের পর ভ্যাটের গেট যাতে বন্ধ থাকে তা দেখা হবে। যে ভ্যাট গুলোতে গেট নেই সেই ভ্যাট গুলোতে গেট বসানো হবে।ভ্যাট গুলোকে কালার ফুল করার জন্য সৌন্দর্যায়ন করা হবে। হাওড়া পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর কালেকশন শুরু হবে এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে। ওয়ার্ড গুলি ভ্যাট ফ্রি ওয়ার্ড করা হবে। পুরসভার কনজারভেন্সি সিস্টেম ঢেলে সাজানো হবে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে লিটল পিগ স্পেশাল দুটো গাড়ি কেনা হবে। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, " কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত ক্লিনিংয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে ভ্যাট থেকে ময়লা বাইরের রাস্তায় চলে আসে। এই কারণে হাওড়া পুরসভার পক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কোথাও জবরদখল থাকলে পুলিশ গিয়ে তুলে দেবে

পাচ্ছেন।' তবে এই ঘটনা তৃণমূলের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী খোলাখুলিই বলেছিলেন, তৃণমূলের এক শ্রেণির নেতা টাকা নিয়ে লোক বসাচ্ছেন। বাবুনের বাড়িকে পুলিশ ক্যাম্প বানিয়ে দেওয়া তাঁদের জন্যও এক চরম বার্তা হিসাবে দেখা যেতে পারে। নিজের ভাইকে দিদি যখন রেয়াত করছেন না, তখন বাকিরা প্রমাদ গোণা শুরু করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হয়েছিল। তিনি সব শুনে দ্য ওয়ালকে বলেন, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এখন এ নিয়ে কিছু বলব না।' বাবুনের ব্যাপারে লোকসভা ভোটের আগে থেকেই রেগে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া লোকসভায় প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ ছিল বাবুনের। কিন্তু প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবারও প্রার্থী করায় প্রবল অসন্তোষ জানিয়েছিলেন বাবুন। বলেছিলেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে হাওড়ায় লড়বেন। বাবুন সে কথা ঘোষণা করতেই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকেই বলেন, 'আমি পরিবারতন্ত্র করি না। যে যেখানে ইচ্ছে ভোটে লড়তে পারে। আমার কিছু যায় আসে না। ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের আর কোনও কোনও যোগ নেই' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, 'অনেক কষ্ট করে ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করেছি আমি। কিন্তু ওকে মানুষ করতে পারিনি। আমার পরিবারে ৩২ জন সদস্য আছেন। সবাই ওর উপর ক্ষুব্ধ, প্রত্যেকবার ভোটের সময় অশান্তি করে। বড় হলে অনেকের লোভ বেড়ে যায়। আজ থেকে আমি শুধু নয়, মা মাটি মানুষের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চলে গেল। ভাই বলে পরিচয় দেব না। নো রিলেশন, সব সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।"

২ পাতার পর

হাওড়া পুরসভায় বেশ কিছু পরিকল্পনা ডেঙ্গু প্রতিরোধে

থেকে অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে।যে গাড়ি গুলি ভ্যাটে বা রাস্তার ধারে জঞ্জাল পড়ে থাকলে তা তুলতে তুলতে যাবে। গাড়ি গুলি ভর্তি হয়ে গেলে সেই জঞ্জাল বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ফেলে আসবে। তারপর ফিরে এসে আবার সেই রুটে ঘুরবে এবং অন্য ভ্যাট গুলি থেকে জঞ্জাল তুলবে। তবে এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় থাকবে না।তারা সব সময়েই ঘুরবে জঞ্জাল তোলার জন্য। এছাড়া জঞ্জাল তোলার জন্য আগে যে গাড়ি ব্যবহার করা হতো তারা যেমন কাজ করতো,তারা তেমনিই কাজ করবে। প্রথম ক্ষেত্রে বড় রাস্তাগুলিতে জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য এই গাড়ি গুলি ব্যবহার করা হবে। আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই বেলগাছিয়া ভাগাড়ে। ফলে বিকেলের পর ঐ ভাগাড়ে জঞ্জালের গাড়ি গুলি জঞ্জাল ফেলার জন্য যেতে পারে না।যে সব গাড়ি জঞ্জাল তুলে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে তা ফেলতে যাবে সেই গাড়ি গুলি ভাগাড়ে পৌঁছেতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।তাই আলোর সমস্যা সমাধানে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে একটি হাই মাস্ক আলো লাগানো হবে।ভ্যাট পরিষ্কারের পর ভ্যাটের গেট বন্ধ করে দিতে হবে।যে ভ্যাট গুলিতে গেট নেই বা ছাদ নেই সেই ভ্যাট গুলিতে গেট ও ছাদ তৈরি করে দেওয়া হবে। হাওড়া পুরসভার লক্ষ্য সমস্ত ভ্যাট গুলিতে ছাদ ও গেট থাকা।এর পাশাপাশি ভ্যাট গুলিকে সৌন্দর্যকরণ করা হবে।ভ্যাট গুলোর ঘরের দেওয়াল গুলিতে বিভিন্ন ছবি দিয়ে সুদৃশ্য করা হবে। শুধু তাই নয়,ভ্যাট পরিষ্কারের জন্য ব্লিচিং পাউডার এবং সুগন্ধি তেল দিয়ে সেই জায়গায় স্প্রে করা হবে। হাওড়া পুরসভার মোট চোদ্দোটি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর জঞ্জাল কালেকশনের প্রসেস শুরু হবে। এই বৎসরের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। লক্ষ্য হল হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড গুলি ভ্যাট ফ্রি করা। ভ্যাট গুলোকে দ্রুত জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য দুটো লিটল পিক গাড়ি আনা হয়েছে। এই ধরণের গাড়ি দ্রুত ভ্যাট থেকে জঞ্জাল এবং নর্দমা থেকে আবর্জনা তুলে নিতে পারবে। অনেক সময় বহুতল আবাসন থেকে জঞ্জাল রাস্তায় ফেলা হয়। এছাড়াও হোটেলের বা কোনো অনুষ্ঠান বাড়ির খাবার ফেলে দেওয়া হয় ভ্যাটের সামনেই। সেই কারণে বহুতল আবাসনের মালিকদের সংগঠন, হোটেল মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে প্রয়োজনে বড় জিনিসের ব্যবস্থা করে জঞ্জাল ফেলতে হবে বলে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানালেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে রিপোর্ট তলব ডিজিসিএর

দিল্লী: নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার ভোরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে বিশেষ চার্টার বিমানে ভারতীয় ক্রিকেট দল দিল্লিতে পৌঁছয়। দেশে ফেরার পরেই শুরু হয়ে গেছে সেলিব্রেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দেখা করার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা রোহিত শর্মাদের। এই আনন্দের মাঝেই একটি খবর সামনে চলে এসেছে। এয়ার ইন্ডিয়ার যেই বিমানটি ভারতীয় দলকে নিয়ে আসার জন্য বার্বাডোজ পৌঁছেছিল সেই বিমানকে (এআইসি২৪ডব্লিউসি) কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে জটিলতা। ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়াকে চিঠি পাঠিয়েছে, তাদের দাবি আমেরিকায় যাত্রীদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে ভারতীয় দলকে আনতে এই বিমানটি বার্বাডোজ চলে যায়। এয়ার ইন্ডিয়ার এই বিমানটির আমেরিকার নেয়ার্ক থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতে কোন সরাসরি ফ্লাইট এর ব্যবস্থা নেই। তাই এয়ার ইন্ডিয়ার এই ৭৭৭-২০০এলআর বিমানটিকে তড়িঘড়ি বার্বাডোজ পাঠানো হয়। নেয়ার্ক আমেরিকার নিউ জার্সির একটি ছোট্ট শহর। ওই বিমানটিতে এখানকার যে যাত্রীদের যাবার কথা ছিল তাদের জন্য সংস্থার তরফ থেকে অন্য বিমান ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এর ফলে সাধারণ যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। এক যাত্রী টুইটারে আর এই সমস্যার কথা জানান।

ঠিক কী ঘটেছিলো এই দিন.... ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ সালে স্বামীজির

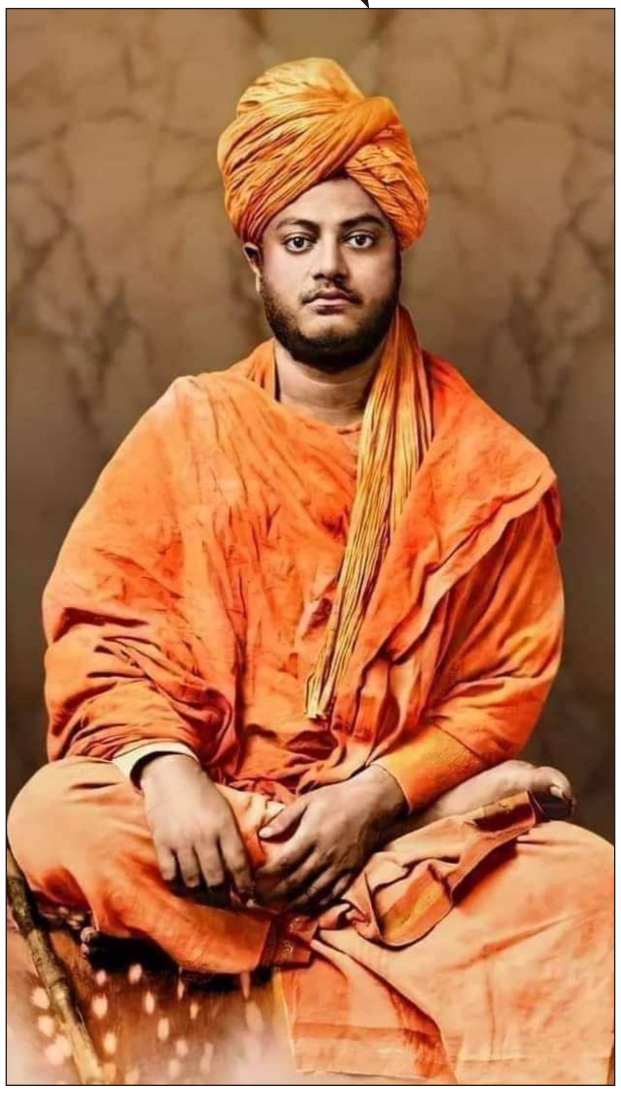

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বিবেকানন্দের। তাকালেন ক্যালেন্ডারের দিকে। আজই তো সেই দিন। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আর আমার দেহত্যাগের দিন। মা ভুবনেশ্বরী দেবীর মুখটি মনে পড়ল তাঁর। ধ্যান করলেন সেই দয়াময় প্রসন্ন মুখটি। বুকের মধ্যে অনুভব করলেন নিবিড় বেদনা। তারপর সেই বিচ্ছেদবেদনার সব ছায়া সরে গেল। ভারী উৎফুল্ল বোধ করলেন বিবেকানন্দ। মনে নতুন আনন্দ, শরীরে নতুন শক্তি। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর সব অসুখ সেরে গিয়েছে। শরীর ঝরঝর করছে। শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই। মন্দিরে গেলেন স্বামীজি। ধ্যানমগ্ন উপাসনায় কাটালেন অনেকক্ষন। আজ সকাল থেকেই তাঁর মনের মধ্যে গুন গুন করছে গান। অসুস্থতার লক্ষন নেই বলেই ফিরে এসেছে গান, সুর, আনন্দ। তাঁর মনে আর কোনও অশান্তি নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ হয়ে আছে তাঁর অন্তর। উপাসনার পরে গুরুভাইদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে সামান্য ফল আর গরম দুধ খেলেন।বেলা বাড়ল। সাড়ে আটটা নাগাদ প্রেমানন্দকে ডাকলেন তিনি। বললেন, আমার পুজোর আসন কর ঠাকুরের পূজাগৃহে। সকাল সাড়ে নটায় স্বামী প্রেমানন্দও সেখানে এলেন পূজা করতে। বিবেকানন্দ একা হতে চান। প্রেমানন্দকে বললেন্‌, আমার ধ্যানের আসনটা ঠাকুরের শয়নঘরে পেতে দে। এখন আমি সেখানে বসেই ধ্যান করব। অন্যদিন বিবেকানন্দ পুজোর ঘরে বসেই ধ্যান করেন। আজ ঠাকুরের শয়নঘরে প্রেমানন্দ পেতে দিলেন তাঁর ধ্যানের আসন।চারদিকের বন্ধ জানালা সব বন্ধ করে দিতে বললেন স্বামীজি। বেলা এগারোটা পর্যন্ত ধ্যানে মগ্ন রইলেন স্বামীজি। ধ্যান ভাঙলে ঠাকুরের বিছানা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলেন তিনি --

মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো। তরুন সন্ন্যাসীর রূপের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে গুরুভাইরা। বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই দুপুরের খাওয়া সারতে বললেন বিবেকানন্দ। আজ নিজে একলা খাচ্ছেন না। খেতে বসলেন সবার সঙ্গে। সকালবেলা বেলুড়ঘাটে জেলেদের নৌকো ভিড়েছিল। নৌকোভর্তি গঙ্গার ইলিশ। স্বামীজির কানে খবর আসতেই তিনি মহাউৎসাহে ইলিশ কিনিয়েছেন। তাঁরই আদেশে রান্না হয়েছে ইলিশের অনেকরকম পদ। গুরুভাইদের সঙ্গে মহানন্দে ইলিশভক্ষনে বসলেন বিবেকানন্দ। তিনি জানেন, আর মাত্র কয়েকঘন্টার পথ তাঁকে পেরোতে হবে। ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলার আর প্রয়োজন নেই। জীবনের শেষ দিনটা তো আনন্দেই কাটানো উচিত। 'একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে। ঘটিবাটিগুলোও খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।' বললেন স্বামীজি। পেট ভরে খেলেন ইলিশের ঝোল, ইলিশের অম্বল, ইলিশ ভাজা।দুপুরে মিনিট পনেরো বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে প্রেমানন্দকে বললেন, সন্ন্যাসীর দিবানিদ্রা পাপ। চল, একটু লেখাপড়া করা যাক। বিবেকানন্দ শুদ্ধানন্দকে বললেন্‌ লাইব্রেরি থেকে শুক্লযজুর্বেদটি নিয়ে আয়। তারপর হঠাৎ বললেন্‌ এই বেদের মহীধরকৃতভাষ্য আমার মনে লাগে না। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ শিরাগুচ্ছে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী যে সুষুম্না নাড়িটি রয়েছে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। আর এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনার প্রাথমিক বীজটি নিহিত আছে বৈদিক মন্ত্রের গভীর সংকেতে। মহীধর সেটি ধরতে পারেননি।বিবেকানন্দ এইটুকু বলেই থামলেন।এরপর দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত তিনঘন্টা স্বামীজী লাইব্রেরী ঘরে ব্যাকরণ চর্চা করলেন ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে।

তিনি পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি নানারকম মজার গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিতে লাগলেন।ব্যাকরণশাস্ত্রের ক্লাস হাসির হুল্লোড়ে পরিণত হল। ব্যাকরনের ক্লাস শেষ হতেই এক কাপ গরম দুধ খেয়ে প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় বাজার পর্যন্ত প্রায় দু মাইল পথ হাঁটলেন।এতটা হাঁটা তাঁর শরীর ইদানিং নিতে পারছে না। কিন্তু ১৯০২ এর ৪ ঠা জুলাইয়ের গল্প অন্যরকম। কোনও কষ্টই আজ আর অনুভব করলেন না। বুকে এতটুকু হাঁফ ধরল না। আজ তিনি অক্লেশে হাঁটলেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মঠে ফিরলেন বিবেকানন্দ। সেখানে আমগাছের তলায় একটা বেঞ্চি পাতা। গঙ্গার ধারে মনোরম আড্ডার জায়গা। স্বামীজির শরীর ভাল থাকে না বলে এখানে বসেন না। আজ শরীর -মন একেবারে সুস্থ। তামাক খেতে খেতে আড্ডায় বসলেন বিবেকানন্দ।আড্ডা দিতে দিতে ঘন্টা দেড়েক কেটে গেল। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা হবে।সন্ন্যাসীরা কজন মিলে চা খাচ্ছেন। স্বামীজি এক কাপ চা চাইলেন। সন্ধ্যে ঠিক সাতটা। শুরু হলো সন্ধ্যারতি। স্বামীজি জানেন আর দেরি করা চলবে না। শরীরটাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করার পরমলগ্ন এগিয়ে আসছে। তিনি বাঙাল ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ব্রজেন্দ্রকে বললেন, 'আমাকে দুছড়া মালা দিয়ে তুই বাইরে বসে জপ কর। আমি না ডাকলে আসবি না।'স্বামীজি হয়তো বুঝতে পারছেন যে এটাই তাঁর শেষ ধ্যান।তখন ঠিক সন্ধ্যে সাতটা পঁয়তাল্লিশ। স্বামীজি যা চেয়েছিলেন তা ঘটিয়ে দিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন তিনি। বললেন, জানলা খুলে দে। গরম লাগছে। মেঝেতে বিছানা পাতা। সেখানে শুয়ে পড়লেন স্বামীজি। হাতে তাঁর জপের মালা। ব্রজেন্দ্র বাতাস করছেন স্বামীজিকে। স্বামীজি ঘামছেন। বললেন, আর বাতাস করিসনে। একটু পা টিপে দে। রাত ন'টা নাগাদ স্বামীজি বাঁপাশে ফিরলেন। তাঁর ডান হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কুন্ডলিনীর শেষ ছোবল। বুঝতে পারলেন বিবেকানন্দ। শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গভীর সেই শ্বাস। মাথাটা নড়ে উঠেই বালিশ থেকে পড়ে গেল।ঠোঁট আর নাকের কোনে রক্তের ফোঁটা। দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখ। ঠোঁটা হাসি ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই যেদিন নিজেকে চিনতে পারবি সেদিন তোর এই দেহ আর থাকবে না।'স্বামীজি বলেছিলেন, 'তাঁর চল্লিশ পেরোবে না।' বয়েস ঠিক উনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস, চব্বিশ দিন। পরের দিন ভোরবেলা। একটি সুন্দর গালিচার ওপর শায়িত দিব্যভাবদীপ্ত বিভূতি-বিভূষিত বিবেকানন্দ।

তাঁর মাথায় ফুলের মুকুট। তাঁর পরনে নবরঞ্জিত গৈরিক বসন। তাঁর প্রসারিত ডান হাতের আঙুলে জড়িয়ে আছে রুদ্রাক্ষের জপমালাটি। তাঁর চোখদুটি যেন ধ্যানমগ্ন শিবের চোখ্‌অর্ধনিমীলিত্‌ অন্তর্মুখী অক্ষিতারা। নিবেদিতা ভোরবেলাতেই চলে এসেছেন স্বামীজির পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে অনবরত বাতাস করছেন। তাঁর দুটি গাল বেয়ে নামছে নীরব অজস্র অশ্রুধারা। স্বামীজির মাথা পশ্চিমদিকে। পা-দুখানি পুবে গঙ্গার দিকে। শায়িত বিবেকানন্দের পাশেই নিবেদিতাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সেই গুরুগতপ্রাণা ত্যাগতিতিক্ষানুরাগিণী বিদেশিনী তপস্বিনীর হৃদয় যেন গলে পড়ছে সহস্রধারে। আজকের ভোরবেলাটি তাঁর কাছে বহন করে এনেছে বিশুদ্ধ বেদনা। অসীম ব্যথার পবিত্র পাবকে জ্বলছেন্‌ পুড়ছেন তিনি। এই বেদনার সমুদ্রে তিনি একা। নির্জনবাসিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দের দেহ স্থাপন করা হল চন্দন কাঠের চিতায়। আর তখুনি সেখানে এসে পৌঁছলেন জননী ভুবনেশ্বরী। চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কী হল আমার নরেনের ?হঠাৎ চলে গেল কেন? ফিরে আয় নরেন্‌ ফিরে আয়। আমাকে ছেড়ে যাসনি বাবা। আমি কী নিয়ে থাকব নরেন? ফিরে আয়। ফিরে আয়। সন্ন্যাসীরা তাঁকে কী যেন বোঝালেন। তারপর তাঁকে তুলে দিলেন নৌকায়। জ্বলে উঠল বিবেকানন্দের চিতা।মাঝগঙ্গা থেকে তখনো ভেসে আসছে ভুবনেশ্বরীর বুকফাটা কান্না।ফিরে আয় নরেন ফিরে আয়।ভুবনেশ্বরীর নৌকো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তাঁর কান্না ফিরে আয় নরেন্‌ ফিরে আয়্‌ ভেসে থাকল গঙ্গার বুকে। নিবেদিতা মনে মনে ভাবলেন্‌ প্রভুর ওই জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ডের এক টুকরো যদি পেতাম! সন্ধে ছটা। দাহকার্য সম্পন্ন হল। আর নিবেদিতা অনুভব করলেন্‌ কে যেন তাঁর জামার হাতায় টান দিল। তিনি চোখ নামিয়ে দেখলেন্‌ অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি্‌ সেখানেই উড়ে এসে পড়ল তত্টুকু জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ড যতটুকু তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। নিবেদিতার মনে হল্‌ মহাসমাধির ওপার থেকে উড়ে-আসা এই বহ্নিমান পবিত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁর প্রভুর্‌ তাঁর প্রাণসখার শেষ চিঠি।আজ সেই ৪ ঠা জুলাই স্বামীজীর পার্থিব জীবনের শেষ দিন -----সেই ঐতিহাসিক letter ----My dear Nibedita,The end has come.Swamiji has slept last night at nine.Never to rise again. Yours faithfully, Swami Saradananda...।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ০৫ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার ২০ আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

এসসিও শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

শিখর সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এই ভাষণটি পাঠ করেছেন

মহোদয়গণ, ২০১৭-য় কাজাক সভাপতিত্বালে অনুষ্ঠিত এসসিও-তে তার সদস্য হিসেবে অনুমোদন পাওয়ার কথা ভারত মনে রেখেছে। তখন থেকে আমরা এসসিও-র সভাপতিত্বকালের একটি পূর্ণচক্র সম্পূর্ণ করেছি। ভারত ২০২০-তে সরকারের প্রধানদের পরিষদের বৈঠকের পাশাপাশি ২০২৩-এ রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিষদের বৈঠকেরও আয়োজন করেছে। আমাদের বিদেশ নীতিতে এসসিও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সংগঠনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ইরানকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আমি রাষ্ট্রপতি রাইসি এবং অন্যদের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাই। আমি সংগঠনের নতুন সদস্য হওয়ার জন্য বেলারুসকে স্বাগত জানাই এবং রাষ্ট্রপতি লুকাশেঙ্কোকে অভিনন্দন জানাই।

মহোদয়গণ,

আমরা আজ অতিমারির প্রভাব, চলতি সংঘর্ষ, উত্তেজনাবৃদ্ধি, আস্থার ঘাটতি অবং বিশ্বজুড়ে উষ্ণতা পধান এলাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একজোট হয়েছি। এইসব ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ওপর উল্লেযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এগুলি বিশ্বায়ন থেকে উদ্ভুত সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এই সমাবেশের লক্ষ্য এইসব ঘটনার ফলাফল প্রশমিত করতে একটি অভিন্ন স্থিতি খুঁজে পাওয়া। এসসিও একটি নীতিভিত্তিক সংগঠন যার আদর্শ সদস্য দেশগুলির কার্যাবলিকে পরিচালিত করে। এইসময় এটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, সীমান্ত সংহতি, সাম্য, পারস্পরিক সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা না গলানো, বলপ্রয়োগ না করা অথবা বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হিসেবে বলপ্রয়োগের শাসানি না দেওয়া এই সবকটি বিষয়ে আমরা পারস্পরিক মান্যতা প্রকাশ করছি। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সীমান্ত সংহতির নীতিবিরুদ্ধ কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়েও আমরা একমত হয়েছি। এইসব করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার দিতে হয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে, যা এসসিও-র আদত লক্ষ্য। আমাদের অনেকেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে, যার উৎস সীমান্তের বাইরে। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, যদি এটিকে বাধা না দেওয়া হয়, তাহলে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে এটি বড় ধরনের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। যেকোনো রূপ ও ধরনের সন্ত্রাসবাদের পক্ষে কোনো যুক্তি দেওয়া যায় না বা তাকে ক্ষমাও করা যায় না। যেসমস্ত দেশ সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, নিরাপদ আশ্রয় দেয় এবং সন্ত্রাসবাদকে মাফ করে দেয় সেই সমস্ত দেশের মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং তাদের এক ঘরে করে দিতে হবে আন্তর্জাতিক মহলকে। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের জন্য প্রয়োজন একটি প্রতিবাদী সিদ্ধান্ত এবং সন্ত্রাসবাদকে অর্থ সাহায্য এবং নিযুক্তির মোকাবিলা করতে হবে সংকল্পবদ্ধভাবে। যুব সমাজের মধ্যে চরমপন্থার প্রসার ঠেকাতে আমাদের অতি সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ করতে হবে। এই বিষয়ে গতবছর ভারতের সভাপতিত্বকালে গৃহীত যৌথ বিবৃতিতে আমাদের যৌথ দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সামনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা সেটি হল জলবায়ু পরিবর্তন। নিঃসরণ হ্রাসে আমাদের প্রতিশ্রুতিপূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, এরমধ্যে আছে বিকল্প জ্বালানীর সন্ধান, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার এবং জলবায়ু সহনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই সূত্রে ভারতের এসসিও সভাপতিত্বকালে নতুন জ্বালানী নিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি এবং পরিবহন ক্ষেত্রে কার্বন হীনতা নিয়ে একটি দলিল অনুমোদিত হয়েছিল।

বিজেপিকে হারানোর মাস্টার প্ল্যান করলেন প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপিকে হারানোর মাস্টার প্ল্যান এবার তৈরি করে ফেললেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা জন সুরাজের প্রশান্ত কিশোর। দেশে হিন্দু ভোট নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যে বিজেপিকে নিয়ে নিজের বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর বিজেপির ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রশান্ত কিশোর।

প্রশান্ত কিশোর বলেছেন চলতি বছরে লোকসভায় বিজেপি সারাদেশে ৩৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তিনি বলেছেন গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সারাদেশে ৩৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এখন দেশে হিন্দুর সংখ্যা ৮০ শতাংশ। যদি হিন্দুদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ ভোটের হিসাব করা হয় তাহলে অর্ধেকের বেশি হিন্দু এখনো বিজেপিকে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিন প্রশান্ত কিশোর আরো জানান বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার চার ধরনের হিন্দু কারা? গান্ধীবাদী, আম্বেদকরবাদী, কমিউনিস্ট পুরনো সমাজতান্ত্রিক হিন্দুরা বিজেপির বিরুদ্ধে। তিনি হলফ করে বলেছেন "যদি এই চার মতাদর্শের অনুসারী হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক জোট করা যায় তাহলে আপনার বয়স হবে ৭০। আর বিজেপির ৩০। এটাই অস্ত্র"। এই অস্ত্রই তিনি বিহারে লড়াই করতে চাইছেন। ঠাকুরগঞ্জ এবং বাহাদুরগঞ্জের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন বিহারে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ১৮ শতাংশ। মুসলিমরা কোন নির্বাচনেই সংখ্যার অনুপাতে অংশ নিতে পারে না। নির্বাচনগুলিতে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা ও জাতিভেদকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেছেন লালু প্রসাদ যাদবই শুধু জাত পাতের রাজনীতি করেন না। তারা সবাই নিজের ও পরিবারের জন্য রাজনীতি করেন।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু সেই সিদ্ধির জন্য গুপ্ত ঈশ্বর মন্ত্র কেবলমাত্র একজন সিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাই দিতে পারেন।ঈশ্বরের শক্তি যখন কোন সাধককে দেওয়া হয় তার একটা তাৎপর্য থাকে। কেউ এমনই এমনই শক্তি লাভ করে না। এবং ঐ গুরু মন্ত্রই হলো সিদ্ধির চাবিকাঠি। এবং এই গুরু মন্ত্র সাধারণত যিনি প্রদান করেন, তিনি শুধু ঐ মন্ত্র দেওয়ার জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকেন। এবং সময় এলে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে মন্ত্র বলে দেন এবং নির্দেশ দেন কাকে এই মন্ত্র দিতে হবে এবং কোথায় সেই নব্য সাধক সাধনায় লিপ্ত। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

নীলমাধবের। তখন আবার দৈববাণী শোনা গেলো, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎই একদিন সমুদ্রের জলে কাঠ ভেসে এলো। মহাসমারোহে শুরু হলো বিগ্রহ তৈরির কাজ। কিন্তু কীভাবে তৈরি হবে? ভেসে আসা কাঠ এমনই শক্ত যে মূর্তি গড়া তো দূরে থাক, কেউ হাতুড়িই বসাতে পারল না কাঠে; উল্টো হাতুড়িরই যায় যায় অবস্থা! তাহলে মূর্তি গড়বে কে? মহারাজ আবারও পড়লেন বিপদে। ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি এবার দুঃখ হলো ভগবানের। শিল্পীর রূপ ধরে স্বয়ং জগন্নাথ এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের দরজায়। বললেন, তিনিই গড়বেন ভগবানের বিগ্রহ। তবে তার একটি শর্ত আছে। শর্তটি এমন যে তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনের পূর্বে কেউ তাঁর কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ দেখতে পারবে না। অতঃপর শর্তানুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন দারুশিল্পী।কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচার তর সইলো না। একদিন ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন, কারিগর উধাও! সাথে তিনটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি দেখে তো রীতিমতো ভিরমি খেলেন তিনি! গোল গোল চোখ, গাত্র বর্ণসহ অসমাপ্ত মূর্তির না আছে হাত, না আছে পা। এ অবস্থা দেখে অনুশোচনায় আর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রাজা-রানী দুজনেই। ভাবলেন, শর্ত খণ্ডনের ফলেই বুঝি এত বড় শাস্তি পেলেন তারা। তবে তাদের এই অনুশোচনা পর্ব দীর্ঘায়িত হতে দেননি ভগবান। স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথ জানিয়ে দিলেন, "এমনটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি এই রূপেই পূজিত হতে চাই"। এরপর থেকে এভাবেই ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন জগন্নাথদেব-এ গেলো একটি জনশ্রুতি। অন্যদিকে, এর কাছাকাছি আরেকটি মিথও প্রচলিত আছে জগন্নাথদেবকে ঘিরে। লোকমুখে শোনা যায়, শ্রী কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাঁর মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন।

মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা যখন একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করছেন, ঠিক তখন এক রহস্যময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাষ্ঠশিল্পী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজার কাছে মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন এবং জানিয়ে দেন, নির্মাণকালে কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেন। দরজার আড়ালে কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। রাজা-রানীসহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন তাঁরা বন্ধ দরজার কাছে যেতেন ভেতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ শুনতে। কিছুদিন বাদে রাজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যুৎসাহী রানী কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। তখন তারা দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মূর্তির হস্তপদ নির্মিত হয়নি বলে রাজা মুষড়ে পড়লেন, কাজে বাধাদানের জন্য অনুতাপ করতে থাকলেন। তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাবেন বিধায়ক নওশাদ, আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট। তিনি এমন রূপই চেয়েছিলেন। এভাবেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে গোপনে কয়লা এল ভারতে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে বিশ্বের একটা বড় অংশের সামনে কোণঠাসা রাশিয়া। কিন্তু তারপরও বিশ্ববাজারে রাশিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয় করছে প্রচুর। আর তার অনেকাংশ আসছে বন্ধু রাষ্ট্র ভারত থেকে। মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখায় আমেরিকার চোখরাঙানিও দেখতে হয়েছে নয়াদিল্লিকে। তবে তা উপেক্ষা করেই রাশিয়ার দিকে বন্ধুত্বের হাত আরও বাড়িয়ে দিল ভারত।

এবার এক প্রকার গোপনেই রাশিয়া থেকে কয়লা এল ভারতে। জলপথে নয়, ট্রেনে করে রাশিয়া থেকে টন টন কয়লা পৌঁছল দেশটিতে। একটা নয়, দুটি ট্রেন ভর্তি কয়লা এসেছে।

দিন কয়েক ধরেই আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ ট্রান্সপোর্ট করিডোর নিয়ে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন সূত্রে খবর, ওই করিডোর ধরেই কয়লা ভারতে পৌঁছেছে।

এই করিডোরকে ‘মাল্টি ট্রান্সপোর্ট করিডোর’ বলা হয়। কারণ রেলপথ ছাড়াও সড়ক এবং জলপথ ব্যবহার হয় এই যাত্রাপথে। রাশিয়া থেকে ইরান হয়ে কয়লাবোঝাই ট্রেন এসে পৌঁছায় চাবাহার বন্দরে। সেখান থেকে জাহাজে করে ভারতে আনা হয়েছে কয়লা।

আগে বাল্টিক সাগর, সুয়েজ খাল হয়ে রাশিয়া থেকে কোনও জিনিস ভারতে আসত। যাতে সময় লেগে যেত কমপক্ষে ৪৫ দিন। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের মাধ্যমে ট্রেনে করে কয়লা আসায় সময় লেগেছে মাত্র ২৫ দিন।

সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে চাহাবার বন্দর নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সই করেছে ভারত। চুক্তি অনুযায়ী, ইরানের চাবাহার সমুদ্রবন্দর আগামী ১০ বছরের জন্য ভারতের হাতে এসেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবে চাবাহার সমুদ্রবন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতের কাছে এই সমুদ্রবন্দর পশ্চিম এশিয়া, ইউরেশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবহণ খরচ ও সময় কমানোর ক্ষেত্রে প্রাণকেন্দ্র।

এই চুক্তির পর অনেকেই দাবি করেছিলেন, চাবাহারের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ায় আফগানিস্তান, ইরান হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত জলপথ পরিবহণে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ভারত।

পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে আফগানিস্তান এবং পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছতে বিকল্প রাস্তা হিসেবে চাবাহার বন্দরকে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল ভারত। সম্প্রতি রাশিয়া থেকে কয়লা আমদানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল এই বন্দর।

কোন পথে কয়লা এল ভারতে? সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, কয়লা কাজাখস্তান এবং উজবেকিস্তান হয়ে এসে ইরান হয়ে পৌঁছায় চাহাবার সমুদ্রবন্দরে।

এই গোপন আমদানি কি ভারতের জন্য 'ভারী' হবে? চাহাবার বন্দর নিয়ে ভারতকে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে আমেরিকা। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের উপর তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে, এমন এক ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ভারত-ইরান চুক্তি প্রসঙ্গে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল ডেপুটি মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, “কেউ যদি ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবে, তাহলে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তাকে সতর্ক থাকতে হবে।”

কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভাল নয়। আমেরিকা চায় না, ইরানের সঙ্গে তার 'বন্ধু' দেশগুলো কোনও সম্পর্ক রাখুক। সেদিক থেকে ভারত আমেরিকার 'ইচ্ছা'র বিরুদ্ধে গিয়ে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করেছে।

সম্প্রতি সেই সম্পর্কের ফলস্বরূপই রাশিয়া থেকে ইরান হয়ে কয়লা ট্রেনে করে ভারতে এসেছে। কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই আমদানিতে রাশিয়া এবং ইরানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারত। যা আমেরিকা ভালভাবে না-ও নিতে পারে।

যদিও আমেরিকা এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। অন্যদিকে, এই কয়লা আমদানি নিয়ে ভারতও সরকারিভাবে মুখ খোলেনি।

এখন প্রশ্ন হল, ভারতের মতো দেশের কয়লা কেন প্রয়োজন পড়ল? কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। তারপরও ভারতে কয়লার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে কয়লা উৎপাদন হলেও ভাল গুণগত মানের কয়লার পরিমাণ খুবই কম।

সেই ঘাটতি মেটাতেই বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে হয় ভারতকে। কয়লা রফতানিকারক দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার পরেই আছে রাশিয়া।

সম্প্রতি অতিরিক্ত গরমের কারণে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। আর বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা বড় ভূমিকা নেয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার প্রয়োজনেই রাশিয়া থেকে তা আমদানি করল ভারত।

তবে রাশিয়া থেকে কত পরিমাণ কয়লা আমদানি হয়েছে, তা জানা যায়নি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের ব্যবহার। এর ফলে ভবিষ্যতে ভারত আরও লাভবান হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সিনেমার খবর

মাইকেল জ্যাকসনের ঋণ ৬ হাজার কোটি টাকা, পাওনাদার ৬৫ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মার্কিন পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসন ২০০৯ সালে মারা যাওয়ার সময় ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা) বেশি ঋণে ছিলেন। আজও সেই ঋণ শোধ হয়নি। আদালতের নথি থেকে জানা গেছে, জ্যাকসনের পাওনাদারের সংখ্যা ৬৫-এর বেশি। গত ২১ জুন, লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্টে জ্যাকসনের এস্টেটের নির্বাহকদের দায়ের করা একটি পিটিশনে এই বিস্ময়কর তথ্যটি প্রকাশ করা হয়েছে। একপ্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। জানা গেছে, পিটিশনে জ্যাকসন যে আর্থিক অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন তা তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে গায়কের বাতিল করা লন্ডনের কনসার্ট 'দিস ইজ ইট'-এর প্রোমোটার এইজি লাইভের ৪০ মিলিয়ন ডলার দায় রয়েছে।

আদালতের নথি থেকে জানা যায় যে জ্যাকসনের মৃত্যুর সময় ৬৫ জনেরও বেশি পাওনাদারের পাওনা ছিল। পিটিশনে ২০১৮ সাল থেকে আইনি ফি এবং অন্যান্য খরচ পরিশোধের জন্য জ্যাকসনের ২ বিলিয়ন ডলারের এস্টেট থেকে তহবিলের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। নির্বাহকগণ সফলভাবে এই মামলাগুলোর অধিকাংশই নিষ্পত্তি বা খারিজ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর সময়, ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি ঋণ এবং পাওনাদারদের দাবি ছিল, যার মধ্যে কিছু ঋণ অত্যন্ত উচ্চ সুদের হারে নেয়া হয়েছিল এবং কিছু ঋণ খেলাফ করা হয়েছিল। এগুলো মাইকেল জ্যাকসনের জন্য বোঝা ও প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বেহিসাবী খরচের কারণে ঋণে ডুবে গিয়েছিলেন মাইকেল জ্যাকসন। এই ব্যয়ের সিংহভাগ খরচ হয়েছে জুয়েলারির পেছনে। এছাড়াও উচ্চ মূল্যের উপহার, ভ্রমণ, চিত্রকর্ম এবং বিলাসবহুল আসবাবের পেছনে খরচ করতেন তিনি।

মামলার বিবাদীপক্ষের সাক্ষী উইলিয়াম অ্যাকারম্যান লস অ্যাঞ্জেলেস আদালতকে জানান, জ্যাকসনের মিনি থিম পার্ক নেভারল্যান্ড রেঞ্চের খরচও ছিল বিপুল। সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মী, চিড়িয়াখানা এবং পার্কে ঘোরার জন্য একটি ট্রেন রয়েছে। এসবের পেছনে জ্যাকসনের আয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়ে যেত।

এ ছাড়া ঋণের সুদ পরিশোধের পেছনেই তাঁর সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয়ে যেত। ২০০৯ সালে মাত্র ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুর আগে জ্যাকসনকে শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য বছরে খরচ করতে হতো ৩ কোটি ডলার। ঋণের সুদ বছর বছর বাড়ছিল। এই সুদ শুরুতে ৭ শতাংশের কম ছিল। পরে বেড়ে বাৎসরিক সুদ ১৬ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়ায়।

অ্যাকারম্যান লস অ্যাঞ্জেলেস আদালতকে আরও জানান, ১৯৯৩ সাল থেকেই জ্যাকসনের ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে সেটি গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ডলারে। জুন ২০০১ থেকে জুন ২০০৯ সেই অঙ্ক ১৭ কোটিতে পৌঁছায়।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাংক অব আমেরিকা থেকে প্রায় ২৭ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছিলেন। ব্যাংকটি ২০০৫ সালে সেই ঋণ আবার ফরট্রেস ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই প্রতিষ্ঠান মন্দ ঋণ কেনাবেচার বাণিজ্য করে।

ছোটবেলা থেকে সুহানার সঙ্গে কম্পিটিশন করে বড় হয়েছি, কেন বললেন অনন্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে অনন্যা পাণ্ডে ও সুহানা খান ছোটবেলা থেকেই দু'জনে খুব কাছের বন্ধু। এই মুহূর্তে একই পেশায় সহকর্মীও। তবে তাতে কোনও ইনসিকিয়োরিটি নয়, বরং হেলদি কম্পিটিশনের প্রত্যাশাই রাখেন অনন্যা। পাশাপাশি সুহানাকে 'বেস্ট গার্লফ্রেন্ড' বলার পরে এবার 'মোস্ট ডেটেবেল অ্যাক্টর' বললেন। শাহরুখ খানের মেয়ে যে এই মুহূর্তে কাউকে ডেট করছেন না, সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন অনন্যা পাণ্ডে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অনন্যা পাণ্ডে বলেন, ইন্ডাস্ট্রির মোস্ট ডেটেবল অ্যাক্টর সুহানা খান। কারণ ও হচ্ছে বেস্ট গার্লফ্রেন্ড এভার। কাছের বন্ধু একই পেশা বেছে নেওয়ায় কি কোনও ইনসিকিয়োরিটিতে ভুগছেন তিনি? জানতে চাইলে আগে অনন্যা বলেছিলেন, 'ইনসিকিয়োরিটি ফিল করি না। তবে হ্যাঁ বিষয়টা কম্পিটিটিভ অবশ্যই। ছোটবেলা থেকে সব সময়েই কম্পিটিটিভ থেকেছি। আমার মনে হয় হেলদি কম্পিটিশন আরও ভালো কাজ করার জন্য মোটিভেটেড করে। যার ফলে আরও কঠোর পরিশ্রম করার ইচ্ছা তৈরি হয়।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বলিউডে ডেবিউ করেছেন অনন্যা। মাঝে অবশ্য কাজের থেকে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে চর্চা বেশি ছিল। কিছুদিন আগে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে ব্রেকআপ হয়েছে এ অভিনেত্রী। আগামীদিনে বেশ কয়েকটা কাজও রয়েছে অনন্যার হাতে। সেই প্রজেক্টগুলোর সুবাদে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা তিনি পাকাপোক্ত করতে পারেন কিনা, সেদিকে নজর থাকবে।

বিয়ের এক সপ্তাহ না যেতেই সোনাক্ষীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দিন কয়েক আগেই জহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। এর মধ্য দিয়ে সাত বছরের সম্পর্কের শুভ পরিণয় ঘটে। অভিনেত্রীর গ্ল্যামারাস রিসেপশনের ঝলক বিগত কয়েক দিন ধরেই বলিপাড়ায় 'হট টপিক'। তবে বিয়ের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতালে ছুটতে হল সোনাক্ষী সিনহা এবং জহির ইকবালকে। নবদম্পতিকে হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখে নায়িকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জল্পনা তুঙ্গে। মূলত ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করেই এমন গুঞ্জনের ঘনঘটা। গত শুক্রবার বিকেলে জাহির-সোনাক্ষী মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালেগিয়েছিলেন। নবদম্পতির হাসপাতালে প্রবেশ করার ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি পাপারাজ্জিরা। সেই ভাইরাল ভিডিও ঘিরেই জল্পনা শুরু হয়েছে যে- সোনাক্ষী সিনহা কি অন্তঃসত্ত্বা? নেটপাড়ার একাংশের আবার ধারণা- বিয়ের আগেই সম্ভবত গর্ভধারণ করে ফেলেছেন অভিনেত্রী। কেউ কেউ অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের কথাও মনে করিয়ে দেন। কারণ বিয়ের দুই মাসের মধ্যেই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর দেন আলিয়া।

যদিও সোনাক্ষীকে ঘিরে এই গুঞ্জনের বাস্তব ভিত্তি নেই বলেই এখন পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে। তাহলে কেন বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই কোকিলাবেন হাসপাতালে যেতে হল সোনাক্ষীকে? মূলধারার ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আর সেইজন্যই নবদম্পতিকে সেখানে যেতে হয়। শ্বশুরের খোঁজ নিতে স্ত্রী সোনাক্ষী সিনহার সঙ্গে গিয়েছিলেন জহির ইকবালও। বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, প্রবীণ এই অভিনেতা বর্তমানে সুস্থই রয়েছেন।

এর আগে, সোনাক্ষী ও জহিরের ভিন্নধর্মী বিয়ে নিয়েও কম জল ঘোলা হয়নি। বহুদিনের সম্পর্ক থাকলেও বিয়েতে মত ছিল না বাবা শত্রুঘ্ন সিনহাসহ পুরো পরিবারের। যদিও পরে বাবার উপস্থিতিতেই বিয়ে করেন সোনাক্ষী ও জহির। এই বিয়েতে ছিল না কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।

ভালোবাসলে বিয়ে করা উচিত নয়, কেন বললেন নওয়াজউদ্দিন?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর বিবাহিত জীবন খুব একটা ভালো কাটছে না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে অকপটে বলে দেন যে, তিনি বিয়ে নামক বিষয়টির বিরোধী।

নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী বলেন, পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দু'জন মানুষের বিয়ে করা একেবারেই উচিত নয়। কারণ বিয়ে না করলেই ভালোবাসা অটুট থাকে। বিয়ের পর তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ভালোবাসাটা মরে যায়।

তিনি বলেন, আমার কথাকে হয়তো ভুল বুঝতে পারেন মানুষ। আমি শুধু বলতে চাই, বিয়ে করার প্রয়োজনটা কী? যদি দু'জন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে থাকেন তাহলে বিয়ে করা ছাড়াও সেই ভালোবাসা দিব্যি বেঁচে থাকে। বরং বিয়ে করলেই একটু গোলমাল হয়ে যায়। তখন এই দু'জন দু'জনকে গুরুত্ব দেয় না সেভাবে। তারপর তাদের গল্পে সন্তানেরা চলে আসে। পুরো ছবিটাই বদলে যায়।

বাজরঙ্গি ভাইজান সিনেমার এই অভিনেতার আরও বলেন, আমরা মনে করি স্ত্রীদের মধ্যেই রয়েছে সব সুখের চাবিকাঠি। কিন্তু তা হয় না। একটা সময়ের পর একমাত্র নিজেদের কাজ থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়।

ইউরোর কোয়ার্টারে জার্মানি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শিরোপা জয়ের লক্ষ্যই স্বাগতিক হিসেবে ইউরোতে খেলছে জার্মানি। গ্রুপপর্বের পর এবার শেষ ষোলোতে ডেনমার্ককে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছে দলটি। জয় তুলেছে ২-০ গোলে। শেষ ষোলোয় স্পেন-জর্জিয়া ম্যাচে জয়ী দল কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে জার্মানির। এদিন অবশ্য প্রথমার্ধে জার্মানিকে গোল করতে দেয়নি ডেনিশরা। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে জার্মানির জালে বল জড়িয়ে উল্লাসে মেতেছিল ডেনিশরা। যদিও তাদের সেই গোল শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় ভিএআরে। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের ফ্রি কিক থেকে ডিফেন্ডার জোয়াকিম অ্যান্ডারসেনর গোলটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় অফসাইডে।

এরপরই যেন দিশা ফিরে জার্মানদের। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে জার্মানির আক্রমণে বক্সের ভেতর বলে হাত লাগিয়ে বসেন অ্যান্ডারসন! পেনাল্টি থেকে গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন হাভার্টজ। দ্বিতীয় ব্যবধান দ্বিগুণ করতেও খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি জার্মানিকে। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে শোলটারবেকের লম্বা পাস ধরে ডেনিশ রক্ষণ ভেঙে গোল করেন জার্মান তারকা মুসিয়ালা। চলতি ইউরোয় এটি তাঁর তৃতীয় গোল। এরপরও আরও বেশ কয়েকবার আক্রমণ শানিয়েছে জার্মানি। তবে সেই আক্রমণে ডেনিশদের রক্ষণে চিড় ধরানো যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল পেলেও জার্মানদের আক্রমণে বেশি দাপট ছিল প্রথমার্ধেই। প্রথমার্ধে ৫৯ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ডেনমার্কের রক্ষণে ৩৪টি আক্রমণ করেছে জার্মানি। শট নিয়েছে ৮টি। ডেনমার্ক ১৭টি আক্রমণ থেকে শট নিয়েছে ৭টি। যদিও কেউই পায়নি জালের দেখা। দ্বিতীয়ার্ধেই এসেছে ম্যাচের ফল।

লাউতারোর জোড়া গোলে
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার চলমান আসরের প্রথম দুই ম্যাচে দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল আগেই নিশ্চিত হয়েছিল আর্জেন্টিনার। পেরুর বিপক্ষে বিশ্রামে ছিলেন দলের সেরা তারকা লিওনেল মেসিও। তবে জয় পেতে কোনো সমস্যা হয়নি আর্জেন্টিনার। লাউতারো মার্টিনেজের জোড়া গোলে পেরুকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ আটে পা রাখলো আর্জেন্টিনা।

এই ম্যাচের মূল একাদশে ছিলেন না মেসি, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো ডি পলের মতো নিয়মিত সব মুখ। মেসির সঙ্গে মার্কাস আকুনিয়া ছিটকে গিয়েছিলেন ইনজুরির কারণে। আবার নিষেধাজ্ঞার কবলে ছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি নিজেই। কিন্তু ডাগআউটে পাবলো আইমার আর ওয়াল্টার স্যামুয়েলদের নিয়ে কিংবা মাঠে মূল একাদশের বাইরের খেলোয়াড় নামিয়ে দিয়েও আর্জেন্টিনাকে থামানো যায়নি। আরও স্পষ্ট করে বললে, থামানো যায়নি 'এল তোরো' খ্যাত লাউতারো মার্টিনেজকে। তার জোড়া গোলের সুবাদে টানা তিন জয় নিয়ে দাপটের সঙ্গেই কোপা আমেরিকার গ্রুপপর্ব শেষ করলো আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি আর্জেন্টিনা। কিছুটা ধীরগতির শুরুর পর আক্রমণে যখনই গিয়েছে তখনই পেরুর লো-ব্লক ডিফেন্সের কাছে আটকাতে হয়েছে তাদের। আর গোলবারের নিচে পেদ্রো গ্যালেসি ছিলেন পেরুর ত্রাতা হয়ে। অন্তত তিনবার নিশ্চিত গোল থেকে দলকে বাঁচিয়েছেন তিনি। যদিও বিরতির পরপরই ভাঙে তার প্রতিরোধ। আনহেল ডি মারিয়ার বাড়ানো থ্রু বল ভেঙে দেয় পেরুর ডিফেন্স লাইনআপ। এগিয়ে আসা গোলরক্ষককে আলতো চিপে পরাস্ত করেন লাউতারো। ৪৭ মিনিটের সেই গোলটার পর আরও একবার ধীরগতির ফুটবল উপহার দিয়েছে আর্জেন্টিনা। দুই দলকেই বেশ কয়েকবার মুখোমুখি অবস্থায় দেখা গিয়েছে। ম্যাচে ফাউলের বাঁশিও বেজেছে বারবার। দুই দল মিলিয়ে ফাউলের ঘটনা হয়েছে ৩১ বার। যার অর্থ গড়ে প্রতি ৩ মিনিটে ১টি করে ফাউল দেখেছে আর্জেন্টিনা ও পেরুর ম্যাচ। যে কারণে খেলা থামাতে হয়েছে। দর্শকদের মাঝেও ছিল অসন্তুষ্টি। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে আরও একবার জ্বলে উঠেন লাউতারো মার্টিনেজ। লম্বা পাস ধরে বল নিয়ে ডিবক্সে ঢুকে পড়েছিলেন এল তোরো। আরও একবার চিপ শটে পেয়ে যান গোল। পেয়ে যান কোপা আমেরিকায় নিজের ৪র্থ গোল।

বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে যেভাবে ছবি তুলে
নেটপাড়ায় তুমুল প্রশংসিত মোদি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৩ বছর পর কোনও বিশ্বকাপ ট্রফি জেতে দেশটি। সেই ট্রফিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। কিন্তু ছবি তোলার সময় ওই ট্রফিতে হাত দিলেন না নরেন্দ্র মোদি। কারণ প্রত্যক্ষভাবে এই ট্রফি জয়ের পিছনে তার পরিশ্রম জড়িয়ে নেই। ট্রফি নিয়ে পোজ দেওয়ার সময় মোদি হাত ধরেন রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়ের। সেজন্য তাকে স্যালুট জানাচ্ছে নেটপাড়া।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের খেলোয়াড় এবং সদস্যরা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে সকলের সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই ফটো সেশনের সময় প্রধানমন্ত্রীর ডানদিকে ছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আর বাঁ-দিকে ছিলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। প্রধানমন্ত্রী যাতে বিশ্বকাপ ট্রফিটা ধরেন, সেজন্য এগিয়ে দেন রোহিত। দ্রাবিড়ও হাত দিয়ে ধরেন। তবে মোদি নিজে ট্রফিতে হাত দেননি। বরং তিনি ডানহাত দিয়ে রোহিতের হাত ধরেন, বাঁ-হাতে ধরেন দ্রাবিড়ের হাত। তারপর তারা ছবি তোলেন। আর এই কাজে আপ্লুত হয়ে গিয়েছে নেটপাড়া। তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন নেটিজেনরা।

এক নেটিজেন বলেন, "গ্রুপ ফটো সেশনের সময় বিশ্বকাপ ট্রফিটা নিজের হাতে ধরেননি প্রধানমন্ত্রী। রোহিত এবং দ্রাবিড়কে ধরতে দেন। ছোট একটা বিষয়। কিন্তু বার্তাটা বড় দিলেন।"

অপর এক নেটিজেন বলেন, "রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড় বিশ্বকাপ ট্রফিটা ধরে আছেন। আর প্রধানমন্ত্রী মোদি তাদের হাত ধরে আছেন। লিডার!! (লিডারের সঙ্গে দুটি আগুনে ব্যাপারের ইমোজিও যোগ করেছেন)।"

রোহিতদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে কী বললেন মোদি? অধিনায়ক রোহিত, বিরাট কোহলি, জাসপ্রীত বুমরাহ, হার্ডিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পান্ত, দ্রাবিড়দের সঙ্গে দেখা করার পরে মোদি বলেন, "আমাদের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়টা দারুণ কাটল। ৭, লোক কল্যাণ মার্গে বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে দেখা হল। পুরো টুর্নামেন্টে ওদের কী রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা নিয়ে স্মরণীয় গল্প-গুজব হল।"

আর এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটি ছবির কোলাজ ভাইরাল হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আমদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরে টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তিনি। সেরকমভাবেই রোহিত এবং বিরাটের হাত ধরেছিলেন।

আর রোহিত এবং বিরাটের যে হাত ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, সেই ছবির সঙ্গে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরে ৭ লোক কল্যাণ মার্গে ট্রফি নিয়ে ফটো সেশনের ছবি মিলিয়ে কোলাজ করা হয়েছে। সেই ছবিটাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। নেটিজেনরা বলতে শুরু করেন, "সময়ের সবথেকে ভালো বিষয় কী জানেন? ওটা পাল্টে যায়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: টুর্নামেন্ট সেরা বুমরাহ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ১৩ বছর পর কোন আইসিসি ইভেন্ট কিংবা ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, বহুদিনের আক্ষেপ ঘুচিয়ে আজ শিরোপা জিতল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে রোমাঞ্চকর এক ম্যাচে রোহিত শর্মার দল জিতেছে ৭ রানে। এমন জয়ের দিনে ম্যাচসেরাও হতে পারতেন জাসপ্রিত বুমরাহ। তবে দলের কঠিন মুহূর্তে হাল ধরে টুর্নামেন্টের প্রথম ফিফটি (৫৯ বলে ৭৬ রান) হাঁকানো বিরাট কোহলিলেই এজন্য বেছে নিলো আইসিসি। আর টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে জাসপ্রিত বুমরাহর হাতে। তাহলে ফাইনালে বুমরাহর আবদান কী? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রানে ২ উইকেট শিকার। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসের ১৭তম ওভারে করা বুমরাহর স্পেলটি। প্রোটিয়াদের জয়ের জন্য ১৮ বলে তখন মাত্র ২২ রান দরকার, আক্রমণে এসে মাত্র ২ রান দিয়েই মার্কো জানসেনের উইকেট তুলে নেন সময়ের অন্যতম সেরা এই পেসার।

এবারের বিশ্বকাপে ৮ ইনিংসে বল করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ উইকেট শিকার করেছেন বুমরাহ। তার সামনে আছেন কেবল দু'জন, ফজলহক ফারুকি ও আর্শদীপ দুজনেই সমান ১৭টিবকরে উইকেট নিয়েছেন। তবে বুমরাহ অন্য জায়গায় এগিয়ে, ম্যাচের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে তিনি আক্রমণে আসেন। আর প্রয়োজনীয় ব্রেকথ্রু আর ইকোনমিকাল বোলিং তার প্রধান অস্ত্র। মাত্র ৪.১৭ ইকোনমি এবং ম্যাচপ্রতি ৮.২৬ গড়ে রান দিয়েছেন তিনি।

তার চেয়ে কম ইকোনমি ও গড়ে বল করা টিম সাউদি ও ট্রেন্ট বোল্ট বিদায় নিয়েছেন গ্রুপপর্বেই। ফলে বিশ্বকাপজয়ী বুমরাহ কতটা এগিয়ে এবং দলের জয়ে প্রভাব রেখেছেন, এজন্য তার হাতেই তো টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার মানায়!

কোহলিকে নিয়ে যা বললেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ফাইনালের মাধ্যমে নবম টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পর্দা নেমেছে। আরও একবার বিশ্বসেরা হয়েছে ভারত। ২০১৩ সালের পর ক্রিকেটের কোনো বিশ্ব আসরে এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় করেছিল দলটা। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একবার (২০১৭), টি-২০ বিশ্বকাপে একবার (২০১৪) এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপে একবার (২০২৩) ফাইনাল খেলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারত। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও দুবার ফাইনাল খেলে শিরোপাবঞ্চিত হয়েছে। অবশেষে সাফল্য ধরা দিলো রোহিত শর্মাদের হাতে।

রোহিত স্বীকার করে নিয়েছেন গত ৩-৪ বছরের ধারাবাহিকতার ফসল এই বিশ্বকাপ, 'গত তিন-চার বছর ধরে আমরা কীসের মধ্যে দিয়ে গেছি, সেটা বলা খুব কঠিন। পর্দার আড়ালেও অনেক কিছু হয়েছে। এটা শুধু আজকের না, আমরা গত তিন-চার বছর ধরে যা করছি তার ফল। আমরা অনেক চাপের ম্যাচ খেলেছি, শেষে ভুল দিকে থেকেছি।'

কোহলির ইনিংস নিয়ে রোহিত বলেন, 'কোহলির ফর্ম নিয়ে কারো দ্বিধা ছিল না। আমরা জানি তার মান কেমন, বড় উপলক্ষে বড় খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কোহলি আমাদের জন্য একপ্রান্ত ধরে রেখেছে, আমরা চেয়েছি একজন যতটা সম্ভব সময় উইকেটে থাকুক। এখানে কেউ গিয়েই খেলার মতো উইকেট ছিল না।'

ওএখানেই কোহালির অভিজ্ঞতা চলে এসেছে। আমি তার সঙ্গে অনেক বছর ধরে খেলেছি এমনকি আমিও জানি না কীভাবে সে এসব করে। এটা ছিল মাস্টারক্লাস ইনিংস। তার স্কিলে ভরসা রেখেছে আর সে অনেক আত্মবিশ্বাসী ছিল।'

জানতাম জবাবের সুযোগ আসবে: হার্দিক পান্ডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে পর্দা নামলো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০২৪ এর। শনিবার রাতে বার্বাডোজে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে ১৭ বছর পর শিরোপা জিতেছে ভারত। অন্যদিকে প্রথমবার ফাইনালে এসে রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

রোমাঞ্চকর এই ফাইনালে নজর কেড়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। আনরিখ নরকিয়ার মারা বলটা মিড উইকেট পেরিয়ে যেতেই পিচের ওপর বসে পড়েন তিনি। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার উদযাপনটাও যেন করতে পারলেন না ভালো করে। বিশ্বকাপটা জিতিয়েছেন শেষ ওভারের দুর্দান্ত বোলিং দিয়ে। এর আগে পেয়েছিলেন হেনরিখ ক্লাসেনের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। দলের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রেখেও হার্দিক থাকলেন শান্ত। হার্দিক অবশ্য এবার বিশ্রাম নিতেই পারেন। ছয় মাস আগে পুরো দেশের কাছেই তিনি হয়েছিলেন ভিলেন। আইপিএলের আগে গুজরাট টাইটান্স থেকে একপ্রকার ছিনিয়েই এনেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। সেখানে তার হাতে তুলে দেয়া হলো অধিনায়কত্ব। সরানো হলো রোহিত শর্মাকে। রোহিত জাতীয় দলের অধিনায়ক। তিনিই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে জিতিয়েছিলেন ৫টি আইপিএল শিরোপা। গণমাধ্যম থেকে ভক্ত, সবকিছুই এক ঝটকায় চলে যায় হার্দিক পান্ডিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বকাপে যাওয়া নিয়েও ছিল প্রশ্ন। কারণ ফর্মটাও তার পক্ষে ছিল না। কিন্তু সব শেষে পান্ডিয়া হলেন বিশ্বকাপ জেতানোর নায়ক। বিশ্বকাপ জেতার পরে কথা বলতে গিয়ে হার্দিকের কণ্ঠে শোনা গেল সেই বিশেষ সময়ের কথা, 'খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সাফল্য আসছিল না। আমার কাছে এটা আরও বিশেষ মুহূর্ত। কারণ, গত ৬ মাসে আমার সঙ্গে অনেক কিছু হয়েছে। চুপ করে ছিলাম। একটাও কথা বলিনি। জানতাম, যদি পরিশ্রম করে যাই তা হলে একদিন জবাব দেওয়ার সুযোগ পাব। জানতাম, একদিন এই দিনটা আসবে।'

পুরো বিশ্বকাপেই বেশ কিছু কঠিন সময় এসেছিল ভারতের জন্য। ফাইনালটাও খুব একটা সহজ ছিল না। তবু হার্দিক জানালেন বিশ্বাস ছিল জয়ের ব্যাপারে, 'আমাদের বিশ্বাস ছিল। পরিকল্পনা করেছিলাম। সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। শেষ পাঁচ ওভারের জন্য বুমরা ও বাকি বোলারদের ধন্যবাদ। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছি। প্রতিটা বলে ১০০ শতাংশ দিয়েছি। সব সময় চাপ সামলাতে ভালবাসি। এই ম্যাচেও চাপের মধ্যে থেকে জিতেছি।'

ইতালিকে হারিয়ে
কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুরু থেকে দারুণ উজ্জীবিত ফুটবল খেলল সুইজারল্যান্ড। তাদের সামনে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে রইল ইতালি। দুই অর্ধের দুই গোলে শিরোপাধারীদের বিদায় করে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল সুইসরা।

বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে সুইজারল্যান্ড।

দলকে এগিয়ে নেন রেমো ফ্রয়লার। ওই গোলে অবদান রাখা রুবেন ভার্গাস করেন দ্বিতীয়টি।

৩১ বছর পর ইতালির বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল সুইজারল্যান্ড। সবশেষ জিতেছিল ১৯৯৩ সালের মে মাসে, বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ১-০ গোলে। তারপর থেকে দুই দলের ১১ দেখায় জয়হীন ছিল সুইসরা (৬ ড্র, ৫ হার)।

বল দখলে দুই দল ছিল প্রায় সমান। তবে সুইজারল্যান্ড গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখে ৪টি, যার দুটি সফল। সেখানে ইতালির ১১ শটের মাত্র একটি লক্ষ্যে ছিল।

শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণ শাণায় সুইজারল্যান্ড। ২৪তম মিনিটে দারুণ এক সুযোগ হারান ব্রিল এমবোলো। ওয়ান-অন-ওয়ানে তার শট সহজেই ঠেকান জানলুইজি দোন্নারুম্মা।

৩৭তম মিনিটে আর জাল অক্ষত রাখতে পারেননি তিনি। বাঁ দিক থেকে ভার্গাসের পাস বক্সে ডান পায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাম পায়ে ভলি করেন মিডফিল্ডার ফ্রয়লার, বল দোন্নারুম্মার পায়ে লেগে জালে জড়ায়।

দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ সেকেন্ডে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায় সুইসরা। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে দূরের পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ভার্গাস।

৭৩তম মিনিটে লক্ষ্যে একমাত্র শটটি রাখতে পারে ইতালি, মাতেও রেতেগির শট ঠেকান ইয়ান সমের। নিকোলো ফাগিওলির একটি ক্রসে সুইস ডিফেন্ডার ফাবিয়ান শারের মাথায় লেগে বল পোস্টে লাগে। ৭৬তম মিনিটে জানলুকা স্কামাক্কার প্রচেষ্টাও পোস্টে বাধা পায়। যদিও তিনি অফসাইডে ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

বাকি সময়ে আর উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ মেলেনি। দারুণ জয়ের উল্লাসে মাতে সুইসরা।

টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোর শেষ আটে উঠল সুইজারল্যান্ড। সেমি-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ইংল্যান্ড অথবা স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে খেলবে তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR